ইউনিট ৪
লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার

ইউনিট ৪ লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার

"The viceroylaty of India was the dream of my childhood, the fulfilled ambition of my manhood" ১৮৯৮ সালের লর্ড কার্জনের আশৈশব লালিত এই স্বপ্নসাধ সফল হল। বৃটিশ ভারতের বড়লাট হলেন তিনি। সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর সঙ্গে যত সংঘর্ষ আর মতানৈক্যই থাকে না কেন তাঁর শিক্ষানীতি এদেশবাসীর জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৯০১ সালে সিমলা শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত ১৫০টি শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবনার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে লর্ড কার্জন এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে ব্রতী হন। সিমলা সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিলঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা, নারী শিক্ষা, নীতি শিক্ষা এবং শিক্ষাদপ্তরের উচ্চতর পদ সৃষ্টি ও ডিরেক্টর জেনারেল নিয়োগের প্রস্তাব।

পাঠ ৪.১ প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার

এ পাঠ শেষে আপনি –

- লর্ড কার্জনের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার বলতে পারবেন।
- লর্ড কার্জনের মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

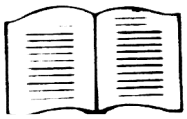

ক) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার

শিমলা শিক্ষা সম্মেলনে সরকারী শিক্ষা বিভাগের প্রধানে সাথে আলোচনায় দেখা গেল যে, এতদিনের বৃটিশ রাজত্ব শিক্ষার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। "Four out of five villages are without a school. Three boys out of four grow up without any education and only one girl out of forty attends any kind of school."

এক পরিসংখ্যানের ফলে জানা গেল যে, দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। তাই প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরের জন্যই লর্ড কার্জন একটি বলিষ্ঠ শিক্ষানীতি প্রয়োগে অগ্রসর হলেন এবং এ উদ্দেশ্য বিস্তৃত কর্মসূচি প্রণয়ন করলেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের সংস্কারগুলো নিম্নে আলোচিত হয়েছে।

১। অর্থব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন এক উদারনীতি অবলম্বন করেন। আগে এ পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মানের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করা হয়নি। কিন্তু লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যুগপৎ সংখ্যাগত সম্প্রসারণ এবং গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থ সাহায্যের। পূর্বে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন কর্তৃপক্ষের উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পণ করা হলেও তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হয়নি। সরকার খরচের এক-তৃতীয়াংশের বেশি কখনও দিতে রাজী হয়নি। লর্ড কার্জন এ কারণে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য বিপুল পরিমাণে এককালীন (Non-recurring) ও পৌণঃপুনিক (Recurring) গ্রান্ট বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এই অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে তিনি চুক্তিবদ্ধ অনুদান ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রদেশসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ব্যবস্থাকে স্থায়ী করতে উদ্যোগী হলেন। নতুন ব্যবস্থায় সরকারে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১/৩ অংশের পরিবর্তে ১/২ অংশ ব্যয় করতে লাগলেন।

১৮৮১ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এক হিসেবে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াল

সাল	প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা
১৮৮১-৮২	৮৩,০০০
১৯০১-০২	৯৪,০০০
১৯১১-১২	১,১৮,০০০ এর ও বেশি

ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল দ্বিগুণ। লর্ড কার্জন নির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য যে অর্থ সাহায্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেয়া হবে সেই অর্থ কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষাখাতে ব্যয় করা যাবে না। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আলাদাভাবে শিক্ষা বাজটে তৈরি করতে হবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আলাদাভাবে শিক্ষা বাজেট তৈরি করতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিদর্শকগণ শিক্ষা বাজেটটির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখবেন এবং পরীক্ষা শেষে শিক্ষা বিভাগের প্রধানের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবেন।

২। শিক্ষাক্রম

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের উৎকর্ষ সাধনও লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির আর একটি বিশেষ অবদান। কার্জন ঘোষণা করলেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হবে। শিক্ষাক্রমে এমন সব বিষয় স্থান পাবে যেগুলো পাঠ করে শিক্ষার্থীরা তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান করতে পারবে, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য আলাদা শিক্ষাক্রম হবে। গ্রামাঞ্চলে জনশিক্ষায় কাজ দ্রুততর করতে হলে গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার কাজ দ্রুততর করতে হলে গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে এ ব্যবস্থার প্রতিফলন অবশ্যই মেটাতে হবে। তাই বলে এর মান কোনক্রমেই নিম্ন পর্যায়ের হলে চলবে না। কিন্ডারগার্টেন প্রথা, শরীর চর্চা বিদ্যা এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জন্য কৃষি প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩। অনুদান ব্যবস্থা

কমিশন নির্দেশিত ফলভিত্তিক অনুদান বিতরণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে অনেক প্রাথমিক স্কুলের অস্তিত্ব এক প্রকার বিপন্ন হয়ে পড়ে। অনিচ্ছুক শিক্ষক যন্ত্রের মত কাজ করতে থাকেন। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য লর্ড কার্জন ফলভিত্তিক অনুদান ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে সকল বিদ্যালয়কেই একই হারে সাহায্য দানের নীতি ঘোষণা করেন। ফলে বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চল অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার মান (Standard) রক্ষা করে চলবে।

৪। শিক্ষক শিক্ষণ

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করতে হলে যোগ্যতার মানও বাড়াতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কার্জন ঘোষণা করেন যে, শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং শিক্ষাকাল বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেতনও বাড়াতে হবে। লর্ড কার্জনের সংস্কারের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাগত সম্প্রসারণ গুণগত মানোন্নয়নের সহায়ক হয়েছিল।

খ) মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার

কার্জনের নীতি

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কার্জনের নীতি মাত্র দুটি কথায় প্রকাশ করা যায়। যথা– ক) শিক্ষার বিস্তারের নিয়ন্ত্রণ এবং খ) শিক্ষার মানের উন্নয়ন। কার্জনের মূল নীতি ছিল নিম্নমানের স্কুল আর স্থাপন না করে

প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর মানের যথাযথ উন্নতি বিধান করা। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে কার্জন তাঁর এই নীতিই অনুসরণ করেছেন।

কার্জনের সুপারিশ

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ সুপারিশ করেন।

১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাধ্যবন্ধনহীন প্রসার রোধকল্পে কার্জন বিদ্যালয়গুলোতে অনুমোদন প্রথা প্রবর্তনের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। হান্টার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এর আগে শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী ছিল কেবলমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত (Aided) বিদ্যালয়গুলোর উপরই। ১৯০৪ সালের কার্জন সরকারের নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে সেই নীতি পরিত্যাগ করে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলো নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো এবং সেই নীতি অনুসারে স্কুল অনুমোদনের শর্তাদি রচনা করা হলো। ঘোষণা করা হল যে, একমাত্র অনুমোদিত স্কুলগুলোই গ্রান্ট-ইন-এডের জন্য আবেদন করতে পারবে। এছাড়া যে সমস্ত স্কুল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ছাত্র পাঠাতে চাইবে তাদের, একদিকে সরকারী শিক্ষা বিভাগের অনুমোদনের আবরণে স্কুলগুলোর উপর দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কার্জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি রোধ করতে সচেষ্ট হলেন। এই যুক্ত নিয়ন্ত্রণ আরও কিছু সুবিধা বয়ে আনলো। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিভাগের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ এবং স্কুলগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে কার্জন সে অসুবিধা দূর করলেন। কার্জনের স্কুল অনুমোদনের নীতির ফলে অনুমোদিত স্কুলগুলো কতকগুলো সুবিধা পেল। সুবিধাগুলো হচ্ছে–

ক) সরকারী গ্রান্ট-ইন-এড লাভ
খ) সরকারী পরীক্ষাগুলোতে ছাত্র প্রেরণ
গ) সরকারী বৃত্তিভোগী ছাত্রদের গ্রহণ।

এ ব্যবস্থাকে অধিক পরিমাণে গ্রান্ট-ইন-এড পাবার আশায়, অনুমোদন লাভে উৎসাহিত করলো। স্কুল কর্তৃপক্ষ অনুমোদনের শর্তাদি সঠিকভাবে পালন করেছেন কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য স্কুল পরিদর্শকমন্ডলী সুসংগঠিত করা হলো। যে সমস্ত স্কুল অনুমোদন লাভের জন্য উৎসাহী হবে না সে গুলোকেও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন করার উদ্দেশ্যেই এই মর্মে ঘোষণা করা হলো যে, অনুমোদিত স্কুলের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের কোন মূল্য স্বীকার করা হবে না এবং ঐ সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে কোন অনুমোদিত স্কুল ছাত্র ভর্তি করা যাবে না।

এভাবে অনুমোদিত স্কুলগুলোর মর্যাদা ও কর্মক্ষমতা বিশেষভাবে খর্ব করা হলো। অনুমোদিক শর্ত যথাযথভাবে মানতে অসমর্থ হয়ে অনেক স্কুল ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

কার্জনের এই নীতির ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণভার কার্যকরী হলো। অসংযত বেসরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রয়োজন ছিল কিন্তু তাই বলে এত কঠোরতা কেউ মেনে নিতে পারেনি। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে পরবর্তীকালে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাণহীনতা ও যান্ত্রিকতার ছাপ দেখা দিয়েছিল।

২। মান উন্নয়ন

লর্ড কার্জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাগত সম্প্রাসারণের চেয়ে গুণগত মান উন্নয়নের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বেশি। তাঁর এই নীতিকে ফলপ্রসু করতে তিনি নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করেন।

ক) মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী প্রত্যাহার কমিশনের সমর্থিত নীতি কার্জন মেনে নিতে পারেননি। তিনি দেখলেন যে, সরকারী উদ্যোগ প্রত্যাহৃত হলে শিক্ষার মান ক্ষুন্ন হবে। তাই কার্জন সিদ্ধান্ত

নেলেন যে, শিক্ষার প্রতিটি শাখায় আর্দশ সরকারী উদ্যোগ অক্ষুন্ন রাখতে হবে এবং প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করে সরকারী আর্দশ বিদ্যালয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্থাপন করতে হবে।

খ) বেসরকারী স্কুলগুলো যাতে সরকারী আদর্শ উচ বিদ্যালয়গুলোর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে কার্জন বিপুল পরিমাণে গ্রান্ট-ইন-এড বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। তিনি স্কুলের পরীক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বআরোপ করতে চাননি। ফলে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য দেবার (Payment by result) নীতি মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ক্রমশ বিলুপ্ত হলো।

গ) ১৯০৪ সালের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে কার্জন নির্দেশ দিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। আরও উন্নতমানের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপন করতে হবে। শিক্ষণ প্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এর জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। লর্ড কার্জন শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ গ্রহণ অনুমোদন করেন। ফলে দেশের শিক্ষিত সমাজ ক্ষুব্দ হন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, কার্জনের সংস্কারের ফলে শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি ঘটেছিল।

৩। শিক্ষাক্রম ও ভাষা মাধ্যম

হান্টার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষাক্রম 'এ' কোর্স এবং 'বি' কোর্স প্রবর্তণ করেন। 'বি' কোর্সে বাণিজ্য ও কারিগরী বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাদানের সুপারিশ করেন। ফলে কিছু কিছু সরকারী বিদ্যালয়ে নামে মাএ একটা 'বি' কোর্স রাখা হয়েছিল যাতে সামান্য কিছু কঠোর কাজ করার ব্যবস্থা ছিল মাত্র। কিন্তু সে শিক্ষা পরবর্তী কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটেই সহায়ক হয়নি। কার্জন বিষয়টি পর্যালোচনা

করে ঘোষণা করলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনরূপায়িত করতে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যস চী মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে বৃত্তিমুলক বিষয় প্রবর্তনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সমমর্যাদা সম্পন্ন একটি বৃত্তিমূলক পরীক্ষারও আয়োজন করার প্রস্তাব করেন। বৃত্তিমূলক বিষয়গুলোর মধ্যে থাকবে কারিগরী শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ, শিল্প শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা, সুকুমার শিল্প শিক্ষা ইত্যাদি। ভাষা মাধ্যম সম্পর্কে কার্জনের বক্তব্য ছিল কমিশনের চেয়ে সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর শিক্ষামূলক প্রস্তাবে ঘোষণা করেন যে, শিক্ষার্থীরা ১৩ বছর বয়সের আগে ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হবে ন া।

৪। নারী শিক্ষা

বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা সরকারী সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হলো। মহিলা শিক্ষাদানের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হলো। প্রচুর সংখ্যক বিদ্যালয় পরিদর্শিকার প্রয়োজনও স্বীকৃত হলো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলা হলেও আসলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো কিন্তু প্রচলিত প্রথরেখা ধরেই অগ্রসর হচ্ছিল। ভাষা মাধ্যম ব্যাপারে বিদ্যালয়গুলোতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ইংরেজীকেই শিক্ষার মাধ্যম রাখা হলো। মাতৃভাষা মাধ্যমিক শিক্ষার কিছুটা স্থান পেলেও শিক্ষার মাধ্যম হলো না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। গ্রামাঞ্চলের জন্য শিক্ষাক্রমে থাকবে–
- (ক) কৃষি বিদ্যা
- (খ) শরীর চর্চা বিদ্যা
- (গ) বাস্তবমুখী শিক্ষা
- (ঘ) শিশু শিক্ষা

২। মাধ্যমিক শিক্ষার অনিয়ন্ত্রিত প্রসার রোধে কার্জন কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন?
- (ক) রাজনৈতিক ব্যবস্থা
- (খ) অনুমোদন ব্যবস্থা
- (গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
- (ঘ) অনুদান ব্যবস্থা

৩। কোন্ ধরনের স্কুল গ্রান্ট-ইন-এডের জন্য আবেদন করতে পারবে?
- (ক) সরকারী স্কুল
- (খ) বেসরকারী স্কুল
- (গ) অনুমোদিত স্কুল
- (ঘ) অ-অনুমোদিত স্কুল

৪। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও অনুদান প্রথা প্রবর্তনের ফলে কী হয়েছিল?
- (ক) সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
- (খ) শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়
- (গ) মাধ্যমিক শিক্ষার অনিয়ন্ত্রিত প্রসার বন্ধ হয়
- (ঘ) বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়

৫। কার্জনের শিক্ষা সংস্কারের ফলে কী হয়েছিল?
- (ক) শিক্ষার প্রকৃত উন্নতির হয়
- (খ) শিক্ষার আংশিক উন্নতি হয়
- (গ) শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হয়
- (ঘ) শিক্ষার উন্নতির পথ বন্ধ হয়

পাঠ ৪.২ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কমিশন

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ১৯০২ সালে গঠিত লর্ড কার্জনের শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বৃটিশ কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বৃটিশ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় আইন বর্ণনা করতে পারবেন।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে বৃটিশ ভারতের তিনটি প্রদেশে সর্বপ্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো ১৮৫৭ সালে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ ছিল মহাবিদ্যালয়গুলোর অনুমোদন দান ও পরীক্ষা পরিচালনা। সরাসরি উচ্চ শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলো কার্যকর কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। ১৮৮৯ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কার সাধন করে আধুনিকায়ন করা হলো। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের কাজে হাত দিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নতির জন্য একটি কমিশন গঠন করে এই কমিশনের সুপারিশের ফলেই ভারতে সর্বপ্রথম একটি বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের উপর এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবরণী রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশই বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অনুমোদন লাভ করলেন।

বিষয়বস্তু

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ঃ গঠন

উডের নির্দেশনামার সুপারিশের ফলে ১৯৫৭ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ এই তিনটি শহরে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৮ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন করা হয়। কিন্তু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগের মতই চলতে লাগলো। মহাবিদ্যালয়গুলো অনুমোদন, পরীক্ষা পরিচালনা এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পরিচালনার কাজই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটা প্রধান দায়িত্ব সেই উচ্চ শিক্ষা পরিচালনার কাজটিই হতো উপেক্ষিত। হান্টার কমিশনের রিপোর্টও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ কোন সুপারিশ করা হয়নি। লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রকৃতপক্ষেই উচ্চ শিক্ষার বাহন করতে মনস্থ করলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক এই ছিল কার্জনের আন্তরিক ইচ্ছা। তাই তিনি ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নতির জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সুপারিশের ফলেই ১৯০৪ সালের ২১শে মার্চ বৃটিশ ভারতে সর্বপ্রথম একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আইন পাশ করেছিলেন। এই আইন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশগুলোর অধিকাংশই বিধিবদ্ধ হয়।

কমিশনের সুপারিশ

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। সুপারিশগুলো নিম্নরূপ–

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সুপারিশ করা হয়। এর জন্য প্রয়োজন হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার সম্প্রসারণ আর তা করতে হবে আইনের ভিত্তিতেই। প্রাক-স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার সম্পর্ণ দায়িত্ব কলেজগুলোর হাতে ছেড়ে দিয়ে স্নাতকোত্তর (Post Graduate) পর্যায়ের সর্বপ্রকার শিক্ষার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হবে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। উপযুক্ত গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণাগার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দানের ক্ষমতা সীমিত না করা হলে কর্তৃপক্ষকে প্রশাসন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে

হবে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তার সুমহান দায়িত্ব পরিচালনা করা অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাপনার কাজ ঠিকমত করা সম্ভব হবে না। তাই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমারেখা

সে সময় এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বহু কলেজ ছিল এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগলিক সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজগুলোর কোন কোনটি সুদূর ব্রাহ্মদেশ ও সিংহলে অবস্থিত ছিল তাই কমিশন সুপারিশ করলেন যে, প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

গ) প্রশাসন

কমিশন সুপারিশ করলেন যে, এখন ভারতে আর কোন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা ঠিক হবে না। তাহলে সেগুলোও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যত না প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক সংস্কার। তাই কমিশন মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত প্রশাসনিক সংস্থা দু'টিকে (১) সিনেট ও (২) সিন্ডিকেটের আরও বেশি করে সচল, সক্রিয় ও আধুনিক করে তুলতে হবে। পূর্বে সিনেট এবং সিন্ডিকেটের সদস্যদের যোগ্যতা ও কার্যকাল সম্বন্ধে কোন নির্ধারিত নিয়ম ছিল না। এ বিষয়ে কমিশন দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, সিনেটের সদস্য সংখ্য নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সিনেটের প্রত্যেক সদস্যের কার্যকাল পাঁচ বছরের বেশি হবে না এবং সদস্যদের এক পঞ্চমাংশকে প্রতি বছর পদত্যাগ করতে হবে। পদত্যাগজনিত শুণ্যস্থান যোগ্য প্রতিনিধিদের দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। সিনেটের সদস্যদের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলা হলো যে, কোন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হবেন। এছাড়া চিকিৎসা, বিজ্ঞান, কারিগরী প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কিছু ব্যক্তি এবং কতিপয় রাজকর্মচারী সিনেটের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হবেন। সিন্ডিকেটের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ৯ থেকে ১৫ মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হবে। সিন্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ সিনেটের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সিন্ডিকেটের সদস্যগণ হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তবে সে সময় সিনেটের সদস্যদের বেশির ভাগই সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন।

ঘ) অনুমোদন

মহাবিদ্যালয়গুলোর অনুমোদনের ক্ষেত্রে বেশ কঠোর নিয়ম কানুন আরোপ করা হলো অনুমোদন লাভের জন্য প্রত্যেকটি মহাবিদ্যালয়কে সরকার প্রদত্ত নির্দিষ্ট শর্তাদি পূরণ করতে হবে। অনুমোদিত কোন কলেজের শিক্ষার মান নিম্নগামী হলে সে কলেজের অনুমোদন যে কোন সময়ে প্রত্যাহার করা হবে। এখানে শিক্ষার মান বলতে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় নির্দিষ্ট পরীক্ষার সাফল্যের কথাই বোঝাচ্ছে। অনুমোদিত প্রত্যেকটি কলেজের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে এবং সে কমিটির সদস্যদের নির্বাচন যোগ্যতা অনুসারে হবে।

ঙ) মহাবিদ্যালয় সংক্রান্ত

মহাবিদ্যালয়গুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। উপযুক্ত গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি ব্যবস্থা করতে হবে। অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের বেতনের হার সিন্ডিকেট দ্বারা নির্ণীত হবে। মহাবিদ্যালয়গুলোকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলোঃ প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাবিদ্যালয়গুলো ভাল কাজ দেখাতে পারলে যে কোন সময়ে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারবে।

চ) পরীক্ষা সংক্রান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার ইংরেজী যে রূপ প্রাধান্য পেলো মাতৃভাষা কিন্তু সে রকম প্রাধান্য পেলো না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা সম্বন্ধে বলা হলো যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার মান উন্নত করতে হবে। প্রাক-স্নাতক স্তরটি তুলে দেয়া হবে। স্নতক স্তরকে তিন বছরের করা হবে এবং কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে উপাধি পৃথকবাবে দেয়ার ব্যবস্থা হবে। মহাবিদ্যালয়ে নিয়মিত না পড়া যারা উচ্চতর পরীক্ষার জন্য অনুমতি চাইবে, অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে তাদের পরীক্ষা দানের যোগ্যতা বিবেচনা করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন

৩) ১৯০৪ সালের ২১শে মার্চ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হলো। কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশই এই আইনে গৃহীত হলো এবং এদেশে কার্জনের শিক্ষানীতির রূপায়ন শুর€ হলো। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আইনের উল্লেখযোগ্য বিধিগুলো নিম্নরূপ–

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের দায়িত্ব অনেক সম্প্রাসারিত হলো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের উপরই শিক্ষাদান গবেষণা পরিচালনা প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষার দায়িত্বভার ন্যাস্ত করার সুপারিশ বিধিবদ্ধ হলো।

খ) গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্চশিক্ষার বাহনে পরিণত করার প্রস্তাব আইনের অনুমোদন লাভ করল।

গ) সিনেট সম্বন্ধে বলা হয় যে, সিনেটের সংখ্যা ৫০ জনের কম এবং ১০০ জনের বেশি হতে পারবে না। সদস্যদের মধ্য ৬০ জনই হবে সরকার মনোনীত। নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হলো।

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে সিন্ডিকেটকে আইনানুগ অনুমোদন দান করা হলো।

ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের জন্য মহাবিদ্যালয়গুলোকে যে সব শর্ত পালন করতে হবে সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের নির্দিষ্ট হলো।

চ) সিনেট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনকে কাজে পরিণত করতে না পারলে সরকারী কর্তৃপক্ষের উপরে সিনেটের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার বা পরির্তন করার, এমন কী প্রয়োজনবোধে নতুন নিয়ম কানুন প্রণয়ন করারও আইনসঙ্গত ক্ষমতা অর্পণ করা হলো। ১৮৫৭ সালের আইনে সরকারকে এ ক্ষমতা দান করা হয়নি।

৪। সমালোচনা

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশমালা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আইনের বিভিন্ন ধারাগুলো এদেশবাসীকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে বিক্ষুব্ধ করল। কারণ তাঁরা আইনটিকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করলেন। তাঁদের এ উপলব্ধি অমূলকও ছিল না। ১৯০১ সালের শিক্ষা সম্মেলনে এক ভারতবাসীও আমনিত্রত হননি। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনেও প্রথমে ভারতের কোন বিশিষ্ট্য ব্যক্তির স্থান হয়নি। পরে সাত পাঁচ ভেবে কর্তৃপক্ষ ড. গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এবং সৈয়দ হোসন বিলগ্রামীর নাম অন্তর্ভূক্ত করেন। এদেশবাসী আশা করেছিলেন যে, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার কাজে সরকার যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করবেন। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্ররাও যথেষ্ট সংখ্যক বৃত্তি পেয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভে ধন্য হবেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সরকারী চক্রান্ত এদেশবাসী ভাল করেই বুঝতে পারলেন।

কার্জনের কর্তৃত্বাধীন যে বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি বিধিবদ্ধ হলো তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রইল। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দ্বার দেশবাসীর আশা-আকাংখা পূরণ না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উচ্চ শিক্ষার বাহন হিসেবে পরিণত করার একটি শুভ সংকল্প ব্যক্ত হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। কমিশনের মতে অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়গুলোর ছাত্র বেতন কে নির্ধারণ করবে?
- (ক) মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ
- (খ) জনশিক্ষার পরিচালক
- (গ) বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট
- (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট

২। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সিনেটের সদস্য সংখ্যা কত ছিল?
- (ক) ৫০ থেকে ১০০ জন
- (খ) ৫০ থেকে ১৫০ জন
- (গ) ৬০ থেকে ১০০ জন
- (ঘ) ৪০ থেকে ১০০ জন

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগলিক সীমা কে নির্ধারণ করবে?
- (ক) সিনেট
- (খ) উপাচার্য
- (গ) বড়লাট
- (ঘ) সিন্ডিকেট

৪। মহাবিদ্যালয়গুলোকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়?
- (ক) ৪টি শ্রেণীতে
- (খ) ৩টি শ্রেণীতে
- (গ) ২টি শ্রেণীতে
- (ঘ) ১টি শ্রেণীতে

৫। সিনেটে সদস্য সংখ্যার মধ্যে কতজন সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন?
- (ক) ৪০ জন
- (খ) ৪৫ জন
- (গ) ৫০ জন
- (ঘ) ৬০ জন

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের স্নাতক স্তর কত বছরের হবে বলে সুপারিশ করা হয়?
- (ক) ৩ বৎসরের
- (খ) ৪ বৎসরের
- (গ) ৫ বৎসরের
- (ঘ) ৬ বৎসরের

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৪

এই ইউনিট পাঠ করে আপনি বিয়সবস্তু কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নে প্রশ্নোগুলোর উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। কত সালে সিমলা শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? এতে কী কী বিষয় আলোচিত হয় এবং কতটি প্রস্তাব গ্রহীত হয়?
২। লর্ড কার্জনের প্রাথমিক শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য?
৩। প্রাথমিক শিক্ষার অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কার্জন কী সংস্কার মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?
৪। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কার্জনের অনুসৃত নীতি কী ছিল?
৫। কার্জনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় 'অনুমোদন' প্রবর্তনের ফলাফল কী হয়েছিল?
৬। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মান উন্নয়নের জন্য কার্জন কী পরামর্শ দান করেন?
৭। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৮। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আইনের বিধিগুলো বর্ণনা করুন।
৯। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক সংস্থা কয়টি ও কী কী?
১০। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর কী দায়িত্ব অর্পণ করেন?
১১। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব কর্তব্য এবং এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কী কী গঠনমূলক সুপারিশ করেন?

উত্তরমালা - ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১

১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক

পাঠ ৪.২

১। গ ২। ক ৩। গ ৪। গ ৫। ঘ ৬। ক